যুগান্তর

তারিখ 29 AUG 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

স্কুল কলেজের চেয়ারম্যান পদে নগ্ন দলীয়করণ

সুভাষ চৌধুরী, *সাতক্ষীরা থেকে*

বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের পদ দখল নিয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কে কোন প্রতিষ্ঠানের পদটি নেবেন কিংবা কাকে কোনটি দেয়া হবে তা নিয়ে চলছে দেন-দরবার ও দরকষাকষি। প্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন প্রশ্নে স্থানীয় সাংসদের মতামত নিয়ে মনোনয়ন দেয়ার সরকারি প্রবিধানগত ক্ষমতা এভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে দলীয় নেতাকর্মীদের দ্বারা। এরই মধ্যে ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এমনকি গ্রাম পর্যায়ের বেকার রাজনৈতিক কর্মীরা কোন কোন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যানের সম্মানজনক পদটি বাগিয়ে নিয়েছেন।

গত ৮ জুন সরকার এক প্রজ্ঞাপন জারি করে জানিয়েছে, ছয় মাস মেয়াদের এডহক কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি কলেজের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ গভর্নিং বডি এবং স্কুল-মাদ্রাসার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটির সমান ক্ষমতা ও দায়িত্ব লাভ করবে। এই এডহক কমিটিই দু'বছর মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের কার্যক্রম পালন করবে বলেও এতে জানানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী চার সদস্যের এডহক কমিটির প্রধান থাকবেন একজন সভাপতি, একজন অধ্যক্ষ অথবা প্রধান শিক্ষক এবং একজন করে দু'জন শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি। মন্ত্রণালয়ের ৮ জুনের স্মারক শিম/শাঃ১১/১৩(আইইডিএ)-৩/২০০৩(অংশ)/৬০৮ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান স্থানীয় সাংসদ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে সংরক্ষিত আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, শিক্ষানুরাগী বা সমাজ সেবকদের মধ্য থেকে তিনজনের নাম প্রেরণ করবেন। এছাড়া জেলা শিক্ষা অফিসার একজন শিক্ষক ও জেলা প্রশাসক কিংবা ইউএনও একজন অভিভাবক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, স্থানীয় সাংসদ সভাপতি মনোনয়ন প্রশ্নে সরাসরি

স্কুল : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ২

স্কুল : কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তার পছন্দের রাজনৈতিক নেতা অথবা কর্মীর নাম প্রস্তাবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সাংসদের সুপারিশকৃত দলীয় নেতাকর্মীদের নাম লিখিতভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে জমা দিয়ে তা বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এদিকে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে রাজনৈতিক দাপটে দুর্বল করে দিয়ে তাদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিল-প্যাড জোর করে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে সাতক্ষীরায়। এ প্যাডে ইচ্ছামাফিক নাম লিখে দলীয় সাংসদের সুপারিশ নিয়ে তা পাঠানো হয়েছে বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাতক্ষীরার এক কলেজ অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তার সম্মতি ছাড়াই এমন কাজ করা হয়েছে। এ ধরনের জবরদস্তিমূলক কাজে সহায়তা করছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে থাকা সাংসদের দলীয় শিক্ষক। সাতক্ষীরার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান যুগান্তরকে আরও জানান, তিনি জাতীয় পার্টির সাংসদের সুপারিশকৃত ব্যক্তিকে সভাপতি হিসেবে চিহ্নিত করে কার্যক্রম শুরু করেন। অথচ মহাজোটভুক্ত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তা হতে দিচ্ছেন না। তাদের বাধার মুখে বেশ কিছুদিন যাবৎ ওই প্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন একরকম বন্ধ হয়ে আছে। আওয়ামী লীগ করেন না এমন শিক্ষক-কর্মচারীরাও রয়েছেন তাদের তোপের মুখে। সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এক-একজন সাংসদ স্কুল-কলেজ মিলে সর্বোচ্চ চারটি প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হতে পারবেন। বিধি মোতাবেক সাতক্ষীরার চারজন সাংসদ জেলার ১৬টি স্কুল-কলেজের সভাপতি হতে পারবেন। অন্যদিকে জেলার ৫৪টি কলেজ, ৩১০টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৩০টি মাদ্রাসায় যারা সভাপতি হবেন তারা প্রত্যেকেই সাংসদের দলীয় নেতাকর্মী হবেন। জানা যায়, প্রতিষ্ঠান প্রধান সাংসদের লিখিত সুপারিশ নিয়ে তা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রস্তুতি নিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সাংসদরা এখনও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিজের দফতরে আটকে রেখেছেন। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জানিয়েছেন, তারা ব্যাপক তদবির করেও এখন পর্যন্ত সাংসদের লিখিত মতামত নিতে পারেননি। এ কারণে নতুন কমিটি গঠিত না হওয়ায় পুরনো কমিটির মাধ্যমে তারা ব্যাংক থেকে বেতনের টাকাও উত্তোলন করতে পারছেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি মনোনয়ন প্রশ্নে শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক এই দুই ক্যাটাগরির মাধ্যমে যোগ্যতাবিহীন দলীয় নেতাকর্মী ঢুকে পড়ছেন। তাদের দাপটে এসব প্রতিষ্ঠান অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কমিটি থেকে শুরু করে শিক্ষকদের মধ্যেও দলীয়করণের নগ্ন প্রকাশ ঘটছে। এ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, রাজনৈতিক দাপটের কারণে অনেক শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি যায় যায় অবস্থায়। এছাড়া লেখাপড়ারও চরম বিঘ্ন ঘটছে।